০২-১২-২০১৩

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলির ফেসবুক পোস্ট

কাশ্মীরে কন্যা সন্তান বিরোধী অবস্থান

গতকাল শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রী রাজনাথ সিং জম্মু কাশ্মীরে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

ভারতের সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের একতা ভারতীয় জন সংঘ এবং এখন বিজেপির অন্যতম আদর্শ।

বিজেপি বিশ্বাস করে জম্মু কাশ্মীরের সর্বাঙ্গীন ঐক্য ও সংহতি নিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সেটাই ভারতের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী।

স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত নেহেরুর ভাবনা জম্মু কাশ্মীরের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সমপর্ককে দুর্বল করেছে। এই পথে যাত্রা বিচ্ছিন্নতাবাদকেই উৎসাহিত করে, সংহতিকে নয়। এতে যদি কেউ মনে করে যে ৩৭০ ধারা অর্থাৎ বিশেষ মর্যাদা প্রসঙ্গে নরম হচ্ছে বিজেপি তবে সে ভুল ভেবেছে।

জম্মু কাশ্মীরে কন্যাসন্তান বিরোধী অবস্থান

গত পাঁচ দশক ধরে জম্মু কাশ্মীরে এই আইন চলে আসছে যে কাশ্মীরের কোনও কন্যা যদি রাজ্যের বাইরের কোনও বাসিন্দাকে বিবাহ করে তবে কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা হারাবে সে। হারাবে প্রাপ্ত অধিকার ও সুযোগসুবিধাও। স্বামীকেই সবসময় অনুসরণ করবে স্ত্রী - এই আদিম ভাবনাই এর ভিত্তি। এই ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কাশ্মীরের বহু মহিলা। ২০০২ এর সাতই অক্টোবর জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ রায় দেয় কাশ্মীরের কন্যাসন্তান যদি রাজ্যের বাইরের কাউকে বিবাহ করেও তবুও তার স্থায়ী বাসিন্দার স্ট্যটাসের পরিবর্তন হবেনা। ন্যাশানাল কনফারেন্সের সরকারের হয়ে সওয়াল করেছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল এম এ গনি। যিনি কন্যা সন্তানদের আবেদন কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন।

রায়ের রেকর্ড--

অ্যাডভোকেট জেনারেল এম এ গনি সওয়াল করেছেন যে রাজ্যের কোনও কন্যা যদি এই রাজ্যের অস্থায়ী বাসিন্দা কোনও ব্যাক্তিকে বিবাহ করে, রাজ্যের সংবিধানের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সে আর রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাবেনা। একই সঙ্গে বিবাহের আগে অর্জিত সমপত্তির অধিকার হারাবে সে। হারাবে বিশেষ অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন চাকরি, স্কলারশিপ সহ অন্যান্য অনেক কিছু। সংশ্লিষ্ট মহিলার স্বামীর মৃতুর পর যদি আবার কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে থাকতে চায় সেক্ষেত্রেও

রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাকে বিয়ের পর স্বামীর মৃত্যু হলে যে মর্যাদা লাভ করত তা থেকে বঞ্চিত হবে।

এটাই ছিল ওমর আবদুল্লার ন্যাশানাল কনফারেন্সের অবস্থান। হাইকোর্ট রায়ে অসন্তুষ্ট সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।

২০০৩ এ কংগ্রেসের দোসর পিডিপি সরকার গঠন করে। তারা সুপ্রিম কোর্টে আগের পিটিশন তুলে নেয়। এবং পেশ করে জম্মু কাশ্মীর রেসিডেন্ট বিল ২০০৪। পিডিপির পাশাপাশি ন্যাশানাল কনফারেন্সও এই বিল সমর্থন করে। ভিন রাজ্যে বিবাহিত কাশ্মীর কন্যাদের অবস্থান বদলের এই বিল পাশ হয় রাজ্য বিধানসভায়।

২০০৪ এ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এই সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন। পিডিপি ও ন্যাশানাল কনফারেন্স এরসঙ্গে ৩৭০ ধারায় বিশেষ মর্যাদা সমর্থনের যোগসূত্র খুঁজে পায়।

লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে পাশ হওয়ার পর এই বিল যায় লেজিসলটিভ কাউন্সিলে। কিন্তু চেয়ারম্যান ভোটাভুটি ছাড়াই বিল ফের অ্যাসেম্বসিতে ফেরত পাঠায়। আবারএই বিল উত্থাপনের চেষ্টা হয়।

২০১০ এ পিডিপি ফের প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসেবে এটিকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশ করে। ন্যাশানাল কনফারেন্সের নেতারাও বিল আনার ব্যাপারে বিবৃতি দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ কি এই ইস্যুতে তার দলের দ্বৈত ভূমিকাকে কি উপেক্ষা করতে পারবেন ?

এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে এধরণের বিভেদ সৃষ্টিকারী ধারা যা বাঁচার অধিকারের সঙ্গে আপস করে ভারতীয় আইনে তার কোনও স্থান নেই।